গাংনীতে সড়ক থেকে হলুদ বোঝাই অটো ছিনতাই

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়ার কাজলের ইটভাটার সামনের সড়কে চালক ও আরোহীকে গাছের সাথে বেধে রেখে হলুদ বোঝাই বযাটারি চালিত অটো ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ শনিবার আনুমানিক ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে।

স্থানীয়রা জানান,আজ ভোরে নওদামটমুড়া-বামন্দী আঞ্চলিক সড়কে কাজলের ইটভাটার সামনে একটি গাছের সাথে দুজনকে বাধা অবস্থায় দেখে পথচারীরা চরগোয়ালগ্রামের আনিচুর ও উজ্জ্বল হোসেনকে উদ্ধার করে।

পরে তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন তাদের হলুদ বোঝাই ইজিবাইকটি ছিনতাই হয়েছে।

আনিচুর সাথে মোবাইলে কথা বলে জানা যায়,আজ ভোরে নিজ গ্রাম থেকে উজ্জ্বল হোসেনকে সাথে নিয়ে হলুদ বিক্রির জনয পাশ্ববর্তী উপজেলা আলমডাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথিমধযে নওদামটমুড়ার কাজলের ইটভাটার সামনে পাঁচজন তাদের পথ রোধ করে। তাদের সড়কের পাশে থাকা একটি গাছে বেধে রাখে। এবং তাদের ইজিবাইক ও সাথে থাকা হলুদ নিয়ে চলে যায়। পরে তারা চিৎকার করলে পথচারীর ও স্থানীয়রা এসে তাদের উদ্ধার করে।

আনিচুরের স্ত্রী জানান,এই অটো চালিয়ে যা আয় হয় তাই দিয়ে সংসার চালাই। আমি স্বামী স্ট্রোকের রুগী অনয কোন কাজও করতে পারে না। আজ সকালে আলডাঙা যাওয়ার পথে গাছে বেধে রেখে অটো গাড়িটা ছিনতাই করে নিয়ে গেলো। এখন আমার সংসার চলবে কি করে?

গাংনীতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ

[redacted]

[redacted]

রমজান সামনে রেখে মেহেরপুরে জমে উঠেছে খেজুরের বাজার

পবিত্র মাহে রমজান শুরু হতে আর একদিন বাকি। রোজাকে ঘিরে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরের বিভিন্ন ফলের দোকানে বেড়েছে খেজুরের চাহিদা। ইফতারের প্রধান অনুষঙ্গ হওয়ায় বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি ভিড় খেজুরের দোকানগুলোতেই।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রকার ও মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে নানা জাতের খেজুর। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বিভিন্ন মান ও প্রকারভেদে লুলু/বরই ৫০০ টাকা, মেডজুল ১,০০০ থেকে ১,৪০০-২,২০০ টাকা, মরিয়ম ১,২০০, আজওয়া ১,২০০, মাবরুম ১,২০০, মাশরুখ ৫০০, মাশরুম ১০০, দাবাশ ৫০০, খালাস ৩৫০, জিহাদি ৩০০, বারারি ৪৫০, ফরিদা ৫০০, আদম ১,২০০ ও রেজিজ ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারের এক খেজুর বিক্রেতা আলী জানান, রমজান এলেই খেজুরের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমরা চেষ্টা করছি ভালো মানের খেজুর সংগ্রহ করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে। কিছু আমদানিকৃত খেজুরের দাম বেশি হলেও স্থানীয় ও সাধারণ মানের খেজুর সাশ্রয়ী দামে রয়েছে।

অন্য এক দোকানি বলেন, মেডজুল ও আজওয়া খেজুরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অনেকে আগেভাগেই কিনে রাখছেন যাতে রমজানে সংকট না হয়।

খেজুর কিনতে আসা বামন পাড়ার ফখরুল ক্রেতা জানান, রমজানে প্রতিদিন ইফতারে খেজুর লাগে। দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে আমরা ভালো মানের খেজুরই কেনার চেষ্টা করি।

রমজানকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই মেহেরপুরের বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ইফতারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।

ঋণ নিয়ে কেনা ভ্যানটি হারিয়ে মাথায় হাত গাংনীর মুছাব আলীর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল পশ্চিমপাড়া গ্রামের মুছাব উদ্দিন ঋণ নিয়ে একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান কিনেছিলেন। ভ্যান চালিয়ে যা উপার্জন হতো, তা দিয়েই চলত তার সংসার। এর মধ্যেও ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি সপ্তাহে ১,৩০০ টাকা কিস্তি দিতে হয়।

প্রতিদিনের মতো গতকাল রোববার রাতে তিনি নিজের বাড়ির উঠানে ভ্যানটি চার্জে বসিয়েছিলেন। কিন্তু মধ্যরাতে এসে দেখেন, উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই।

রাতেই প্রতিবেশীদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন তিনি। তবে কোনো সমাধান মেলেনি। হতাশ হয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি, যেখানে ভ্যানটি চার্জে রাখা ছিল সেই স্থানেই।

ঋণের টাকায় কেনা ভ্যানটি চোরের দল নিয়ে গেছে। এখন কিস্তি পরিশোধ করবেন কীভাবে? সংসারই বা চলবে কীভাবে এই চিন্তায় দিশেহারা মুছাব উদ্দিন।

ভ্যান চুরির ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রোববার রাতে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের তেরাইল পশ্চিমপাড়ায়। তিনি দাখিল উদ্দিনের ছেলে মুছাব উদ্দিন।

মেহেরপুরে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনের ২১৩ টি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনে পুলিশ, আনছার, র্যাব, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন। প্রার্থী

রয়েছেন ৪ জন। এরা হলেন- বিএনপি’র মাসুদ অরুন, জামায়াত জোটের তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি-সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে তিন জন প্রার্থী রয়েছেন। এর হলেন-বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকি।

এ আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৭০৫ জন। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০টি।

কে হাসবেন বিজয়ের হাসি, কে কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কে হাসবে বিজয়ের হাসি। সেই ক্ষণে উপস্থিত ভোটাররা। মেহেরপুর -১ আসনে সংসদ সদস্য হিসেবে মাসুদ অরুন না কি তাজ উদ্দীন আহমেদ বিজয়ী হবেন দিন পার হলেই ভোটের ফলাফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। একই ভাবে মেহেরপুর-২ আসনেও আমজাদ হোসেন নাকি নাজমুল হুদা একই চিত্র ভোটের মাঠে। তবে নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এদিকে, মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ভোট দেবেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এবং জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন ভোট দেবেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। এছাড়া সিপিবি প্রার্থী এ্যাড. মিজানুর রহমান ভোট দেবেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ ভোট দেবেন গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে।

এদিকে, মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ও জামায়াত প্রার্থী গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী ভোট দেবেন দেবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট পেবেন।

[redacted]

[redacted]

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি’র মনোনিত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের পক্ষে গাঁড়াবাড়ীয়া ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া বাজারে নির্বাচনী প্রচারণা করা হয়।

নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান। বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, বিএনপি নেতা খায়রুজ্জামান বাবু, মোফাজ্জেদ হোসেন, বশির আহমেদ, শাহিন আলম, লোকমান হোসেন, মহিরুল ইসলাম, বিশারত আলি, হাফিজুল ইসলাম, দ্বীন ইসলাম, শরীফ হোসেন, আরজান আলি, ইলিয়াস হোসেন, জিয়ারত আলী, কুদ্দুস আলী, মোফাজ্জল হোসেন, বিল্লাল হোসেন, ফিরোজ হোসেন, আব্দুল মতিন, তাজিম আলী।

আরো উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিদেশী পিস্তল, ম্যাগজিন ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ধানখোলা ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর অভিযানে ০১টি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও এ্যামুনিশন উদ্ধার হয়েছে।
আজ সোমবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।

সেখানে বলা হয়েছে গতকাল রবিবার আনুমানিক রাত ৩টায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে একটি অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে একটি আম বাগানে তল্লাশি চালিয়ে ০১টি বিদেশী পিস্তল, ০২টি ম্যাগাজিন এবং ০২ রাউন্ড পিস্তলের এ্যামুনিশন(গুলি) উদ্ধার করা হয়।

অবৈধ অস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের সনাক্ত করতে গোয়েন্দা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন,

‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও

লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’